দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...05 OCT 1996...
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

বেসরকারী কলেজে শিক্ষক সংকট

শিক্ষক সঙ্কটের খবর আজকাল নিয়মিত বিরতিতে সংবাদপত্রের পাতায় স্থান পাইতেছে। স্কুলে শিক্ষক সঙ্কট, কলেজে শিক্ষক সঙ্কট, এমনকি খোদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষক 'সঙ্কট'। স্কুল পর্যায়ে কৃষি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার পর দেশ জুড়িয়া এখন কৃষি বিষয়ক শিক্ষকের বলিতে গেলে আকাল চলিতেছে। ইংরেজী ও অঙ্ক শিক্ষকের সঙ্কটও অনুল্লেখযোগ্য নহে। মাসখানেক আগে পত্র-পত্রিকায় খোদ 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক সঙ্কটের খবর বাহির হইয়াছিল। এই ধরনের শিক্ষক সঙ্কট নিয়া পত্র-পত্রিকায় হরহামেশা লেখালেখি হয়। এ নিয়া আমরাও বিস্তর লেখালেখি করিয়াছি। শিক্ষক সঙ্কট দূর করার নিমিত্তে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী জানাইয়াছি। শিক্ষা যেখানে জাতির মেরুদণ্ড সেখানে 'শিক্ষাদাতার' সঙ্কট কোন অবস্থাতেই চলিতে দেওয়া উচিত নহে--এই বলিয়া উচ্চ-বাচ্য করিয়াছি। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বরং নূতন করিয়া পত্র-পত্রিকার পাতায় শিক্ষক সঙ্কটের খবর দেখিতে হইতেছে।

গত বৃহস্পতিবার ইত্তেফাকের ফ্রান্ট লীড ছিল 'জনবল কাঠামো নীতিমালার কারণে বেসরকারী কলেজে শিক্ষক সঙ্কট'। খবরটিতে বলা হইয়াছে যে, দেশের বেসরকারী কলেজগুলিতে তীব্র শিক্ষক সঙ্কট চলিতেছে। কলেজগুলিতে যে হারে ছাত্র-ছাত্রী বৃদ্ধি পাইতেছে সেই হারে নূতন শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব হইতেছে না। খবরে আরও বলা হইয়াছে যে, বিগত সরকারের আমলে বেসরকারী কলেজগুলির ক্ষেত্রে জারিকৃত জনবল কাঠামো সম্পর্কিত নীতিমালার কারণে প্রয়োজনানুসারে শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে না পারায় উক্ত সঙ্কট চলিতেছে।

উল্লেখ্য, গত বছরের ২৪শে অক্টোবর জারিকৃত উক্ত নীতিমালায় বলা হয়, বেসরকারী ইন্টারমিডিয়েট কলেজের প্রতি বিষয়ে ১ জন এবং ডিগ্রী কলেজের প্রতি আবশ্যিক বিষয়ে ২ জন ও ঐচ্ছিক বিষয়ের জন্য সর্বোচ্চ ১ জন শিক্ষক নিয়োগ করা যাইবে। ইহার চাইতে বেশী শিক্ষক নিয়োগ করিলে সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষকেই ঐ শিক্ষকের সম্পূর্ণ বেতনভাতা বহন করিতে হইবে।

অনেকেই জানেন, দেশের বেসরকারী কলেজগুলির শিক্ষকদের মূল বেতনের শতকরা ৮০ ভাগই সরকার দিয়া থাকে। সুতরাং কলেজগুলি ইচ্ছামত শিক্ষক নিয়োগ করিতে পারে না। কিছু কিছু কলেজের পক্ষে হয়তবা সরকারী নীতির বাহিরে শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব, কিন্তু অধিকাংশ কলেজের পক্ষেই তাহা সম্ভব নহে। এমতাবস্থায় শিক্ষক সঙ্কট হইবারই কথা।

আশ্চর্যের ব্যাপার হইতেছে, বিগত সরকারের আমলে জারিকৃত জনবল কাঠামো নীতিমালা প্রণয়নের সময় কর্তৃপক্ষ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যাকে কোন গুরুত্ব দেন নাই। অথচ পূর্বের নীতিমালা অনুসারে ইন্টারমিডিয়েট কলেজে প্রতি বিষয়ে প্রতি ১২৫ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ১ জন করিয়া এবং ডিগ্রী কলেজে প্রতি বিষয়ে ন্যূনতম ২ জন করিয়া শিক্ষক রাখার বিধান চালু ছিল। পূর্বের নীতিমালাই যুক্তিযুক্ত ছিল। নূতন নীতিমালাকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলও অযৌক্তিক বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে। কাউন্সিল ইতিমধ্যে নূতন নীতিমালা বাতিল করিয়া পুরাতন নীতিমালা চালুর অনুরোধ জানাইয়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চিঠিও দিয়াছে।

বর্তমানে দেশের বারো শতাধিক বিভিন্ন ধরনের বেসরকারী কলেজে কয়েক লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করিতেছে। দিন দিন এই কলেজগুলিতে ছাত্র-ছাত্রী বাড়িতেই থাকিবে। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি শিক্ষকের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা জরুরী। শিক্ষার স্বার্থে তথা দেশের স্বার্থে এই ব্যাপারে কোনরূপ অবহেলা আকাঙ্ক্ষিত নহে। আমরা আশা করি, কর্তৃপক্ষ বেসরকারী কলেজগুলির জন্য প্রণীত 'জনবল কাঠামো নীতিমালার' প্রয়োজনীয় সংশোধনীর জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।